সা:৩/১/৮

তারিখ ... 10.9.84 ...

... 1 ... কলাম 5 ...

0 020

মেডিক্যাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের রহস্য উদঘাটিত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

১৯৮২ সালের দ্বিতীয় প্রফেশনাল এম, বি, বি-এস পরীক্ষার দু'টি বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় নিযুক্ত তদন্ত কমিটি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের একজন অধ্যাপক ও কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত থাকার চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছে।

গত ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৮২ তারিখে অনুষ্ঠেয় দ্বিতীয় প্রফেশনাল এম, বি, বি-এস পরীক্ষার ফার্মাকোলজী ও ফরেনসিক মেডিসিনের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করা হয় ও বিষয়টি তদন্তের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের ডীন ডঃ এম, আই চৌধুরী, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জনাব শাহ হাবিবুর রহমান ও কলেজ উপ-পরিদর্শক জনাব আবু জায়েদ শিকদার-এর সমণ্বয়ে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়।

তদন্তের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে একটি বেনামি চিঠির সঙ্গে প্রশ্নপত্রের কপি ডাকযোগে

(৩য় পাতায় দেখুন)

মেডিক্যাল কলেজ

(১ম পাতার পর)

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে আসে। তখন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডীন, প্রশ্নপ্রণেতা ও মডারেটরদের সাহায্যে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিসে রক্ষিত মূল প্রশ্নপত্রের সাথে তা মিলিয়ে দেখেন। পাঠানো প্রশ্নপত্রটি মূল প্রশ্নপত্রের সাথে হুবহু মিলে যাওয়ায় পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

তদন্ত কমিটি এ ব্যাপারে মেডিক্যাল কলেজের ১৫ জন শিক্ষক ও ১২ জন ছাত্রছাত্রীসহ আরো কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এই জিজ্ঞাসাবাদের প্রেক্ষিতে জানা যায় যে, যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত তারা মেডিক্যাল কলেজের দু'জন অফিস সহকারীর সহায়তায় এদের সীট পরীক্ষার হলে এক জায়গায় ফেলতে সক্ষম হয়, যদিও কলেজের নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী এদের সকলের সীট একত্রে পড়ার কথা নয়। এই ব্যাপারটি কলেজ কর্তৃপক্ষের নজরে এলে কলেজ অফিসের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এটাকে কন্ট্রোলার অফিসের কাজ বলে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করে।

রিপোর্ট বলা হয়, "যে সকল ছাত্রছাত্রী প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত বলে বেনামি পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে এবং কমিটি যাদের এই কাজে সংশ্লিষ্ট বলে সন্দেহ করছে, তাদের মধ্যে কয়েকজন আবার পরীক্ষার হলে নকল করা, গোলযোগ সৃষ্টি করা এবং যিনি নকল ধরেছেন তাঁকে হুমকি দেয়ার সাথে জড়িত বলে সন্দেহ করা হয়েছে।"

স্বীকারোক্তি

তদন্ত কমিটির জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে পরীক্ষার্থী ছাত্র জনাব এ, কে, এম ফজলুল হক (রোল নং ১৭১) স্বীকার করেন যে, তিনি একজন ছাত্রী রেহানা আখতার চৌধুরীর (রোল নং ২১৮) কাছ থেকে প্রশ্নপত্র পেয়েছেন। তিনি রেহানার বাসা থেকে ফার্মাকোলজি ও ফরেনসিক মেডিসিনের প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করেন ও এগুলো কপি করে শাহাদাৎ হোসেন (রোল নং ১৬৫), মোমতাজুল হোসেন (রোল নং ১৬৪), এনামুল ফাত্তাহ ও স্নেহকান্তি চাকমাকে (রোল নং ১৭০) সরবরাহ করেন।

তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়, "ফজলুল হকের বক্তব্য অনুযায়ী এসব প্রশ্নপত্র রেহানা, কামরুন্নেসা (রোল নং ১৭৩) ও একজন বিদেশী ছাত্রী লু সু বীন (রোল নং ১৬৮) এই তিনজনে মিলে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ফার্মাকোলজির অধ্যাপক ডাঃ মোফাজ্জল হোসেনের নিকট থেকে সংগ্রহ করেছে। ডাঃ মোফাজ্জল নিজে প্রশ্নপত্র দু'টির একটির মডারেটর এবং অন্যটি তিনি ঐ প্রশ্নপত্রের মডারেটর ডাঃ ময়েন উদ্দিন আহমদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন।"

তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়, "ফজলুল হক এবং এনামুল ফাত্তাহ'র প্রদত্ত বর্ণনা অনুযায়ী রেহানা আখতার চৌধুরী, কামরুন্নেসা ও লু সু বীন এই তিনজন অধ্যাপক মোফাজ্জল হোসেনের নিকট থেকে অর্থের বিনিময়ে উভয় বিষয়ের প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করে। কিন্তু এরা তিনজনেই এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকার কথা অস্বীকার করেছে। ফজলুল হক এবং এনামুল ফাত্তাহ'র মারফত ছাত্রী তিনটিকে আশ্বাস দেয়া হয় যে, প্রকৃত তথ্য প্রদান করলে তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। এতদসত্ত্বেও তারা স্বীকারোক্তি দিতে অস্বীকার করে। যে দুটি ছাত্র স্বীকারোক্তি দিয়েছে তারা আশংকা প্রকাশ করেছে যে, তারা সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।"

জানা গেছে যে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে অভিযুক্তা কামরুন্নেসা (রোল নং ১৭৩) ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ নতুন বাংলা ছাত্র সমাজের নেত্রী এবং ব্যক্তিগত জীবনে সংগঠনের আহ্বায়ক জনাব রফিকুল হক হাফিজের স্ত্রী। অপর ছাত্রী রেহানা আখতার চৌধুরী (রোল নং ২১৮) নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়িকা।

তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বলা হয় "প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত টিম দ্বারা বিষয়টির যথাযথ তদন্ত করা হলে প্রশ্নপত্র ফাঁসের একটা সুরাহা হতে পারে।"

গত ২রা অক্টোবর অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে এই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট ডিসিপ্লিনারী কমিটির মাধ্যমে পেশ করা